সিনেমা গ্যাড়াকল

বন্দনা :—এই কলি যুগে দেব দেবী চলে গেছে দূরে
দুনিয়াটা ভরে গেছে সিনেমা ঠাকুরে।
তাই প্রথমে বন্দনা করি অভিনেত্রীর মুখ,
যাহাদের দেখিলে পরে ঘুচে যায় দুখ।
তন্মধ্যে সন্ধ্যা রায় ডাকি সন্ধ্যাকালে,
বিশ্বজিৎ ডেকেছিল যে ভাবে আড়ালে।
তারপরে বন্দনা করি কাকু বৈজন্তী মালা,
দেবানন্দ দিলীপ কুমার ধরে যেরূপ গলা।
সুচিত্রা সেনকে বন্দি আর উত্তম কুমার,
যাহাদের নামে পাগল এ তিন সংসার।

লেখক — নিত্যগোপাল

মূল্য পনর পয়সা

কবিতা আরম্ভ

শুনুন ভাই সকলে দলে দলে টকীর গ্যাড়াকল
টকীর তরে কেহ ভাল কেউ যায় রসাতল।
টকীতে লজ্জা গেল প্রেম শিখাল করায় অর্থনাশ,
যুবক যুবতী দেখি ঘটায় সর্ব্বনাশ।
তারা প্রেম করে ২ মন ভরে পার্ক আর লেকে,
বাপের পকেট মেরে রেষ্টুরেণ্টে ঢোকে।
খায় ডিমের চপ ২ টপাটপ বয়কে হুকুম করে,
তারপরে সিনেমায় ঢোকে হাতে হাত ধরে।
দেখলে মনে হয় ২ সভ্য হয় লাট সাহেবের নাতি,
সিনেমা দেখে বাড়ী এসে ভাবে দিবারাত্রি।
কত বেকার ছেলে ২ রসাতলে গেল যে এখন,
এ কলিযুগে ছেলেদের দেখি ষ্টাইলের রণ।
বাবু পরে সুট ২ পায় বুট হাতে ঙডি এটে,
ভাল চোখে চশমা দিয়ে চলে খুব ঠাটে।
বাবু রাগলে পরে ২ ইংলিশ সুরে বলে রাবিশ,
কবি তাই ভেবে বলে ইনি চারশ বিশ।
যখন অন্যায় করে ২ নম্র স্বরে বলে আই এ্যাম সরি
নব বাবুর ইংলিশ শুনে লজ্জাতে যাই মরি।
দেখি বাবুর শূন্য হাড়ী ২ সবে থাকে উপবাস,
বাবুর ষ্টাইল দেখে মনে লাগে ত্রাস।
আর বলব কত ২ অদ্ভুত যত প্রেমের ছড়াছড়ি,
টকীর তরে পাগল হল বাংলা দেশের নারী।

তাদের বেশ ভূষা ২ অতি খাসা নিত্য নূতন সাজ.
টকীর হাওয়ায় সাত ছেলের মা মেয়ে সাজে আজ।
যখন বিকাল হল ২ সব সাজিল নব সাজে দেখি,
আসল জিনিষ আনা কষ্ট সব কিছু মেকি।
গিন্নী সাত ছেলের মা ২ বুঝা যায়না যুবতী না বুড়ী,
পরে হাই হিলের জুতা পায় আর লাইলনের শাড়ী।
এখন কি করিব ২ কোথায় যাব গিন্নি দেয় তাড়না,
বৈকাল হলে গিন্নি মহাশয় ঘরেতে থাকে না।
চলে টকীর হলে ২ যাচ্ছে চলে ঘোমটা নাহি দিয়া.
তুফান মেলের মত চললো মানুষকে ঠেলিয়া।
আর কি লিখিব ২ কি দেখিব এই কলির শেষে,
গিন্নী গিয়ে আব্দার করে স্বামীর কাছে হেসে।
যাব টকীর হলে ২ বাবু বলে পয়সা হাতে নাই,
ঘরেতে খেতে পাইনা কেমন করে যাই।
গিন্নীর রাগ হইল ২ শুয়ে রইল কথাটি বলে না,
গিন্নীর অভিমান দেখে কর্ত্তার মন যানে না।
কেননা কলির মেয়ে ২ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে
সেই কারণে কর্ত্তারা সব থাকেন করযোড়ে।
তাই তোষামোদ করে ২ গিন্নী ধারে বলতে হয় বসিয়া,
কাল তোমায় টকী দেখাব জিনিষ বন্ধক দিয়া।
ঘাড়ে চাপল কলি ২ মুখে বলি পয়সা হাতে নাই,
টকীর পয়সা যোগায় দেখি সিনেমার দেবতা ভাই।

বুড়াবুড়ি ২ তিন কুড়ি বয়স হইয়াছে পার,
টকী দেখে উঠল ক্ষেপে ঘরে থাকা ভার।
বুড়ি গুণগুণ সুরে ২ গান করে বুড্ডা মিল গিয়া
বুড়ো বলে হায় রাম ধূড্ডি মিল দিয়া।
টকীর এমনি ধারা ২ পাগল করা ঘর কুলের সতী
স্বামী ভক্তি দূরের কথা সন্ধ্যায় দেয়তা বাতি।
সংসারেতে অভাব হলে ২ গিন্নী বলে কথা না শুনিব
তোমার মত রামা শ্যামা কত আমি পাব।
এসব কলির লীলা ২ না যায় বলা কি বলিব ভাই
এই কলিতে মেয়ে রাজা দেখতে আমি পাই।
মেয়েরা দলে দলে ২ যাচ্ছে চলে রঙমহলের ঘরে
পর পুরুষের ধাক্কা কত খাচ্ছে রাস্তার উপরে।
তাদের চাউনি বাকা ২ লজ্জায় ঢাকা অঙ্গের বসন ওড়ে
টকীর বাতাস লেগে দেখি জ্যান্ত মানুষ মরে।
তারা করেনা ভয় ২ ইংলিশ কয় চলে মেমের মত
কত যুবক তাদের পিছনে ঘুরছে অবিরত।
আবার কলম বুকে ২ চশমা চোখে হাতে পরে ঘড়ি,
বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে পরে নাকো শাড়ী।
বিশ বছরের মেয়েরা ২ ফ্রক পরা যেন এক মেম,
ইংলিশ সুরে গালি দেয় ও ব্লাডি ডেম।
তারা বাংলার মেয়ে ২ বসে না বিয়ে পরে সালোয়ার
কথায় কথায় বলে তারা আই ডোণ্ট কেয়ার।

তাহাদের চলাফেরা ২ ষ্টাইলে ভরা ভারি চমৎকার,
বাপকে আর বাপ বলেনা বলে হ্যালো মাইডিয়ার।
তারা প্রেম করে ২ প্রাণ ভরে পার্কে আর লেকে,
আবার বিধবারা টকীর হাওয়ায় প্রেম করা শিখে।
যেমন কলিকাতায় ২ দেখা যায় বালিগঞ্জের লেকে,
প্রেমিক প্রেমিকা সদাই জোড়ায় মিলন থাকে।
তারপর বিধবারা ২ শিখে তারা কুমারী চাল চলা,
হাতে চুড়ি কানে দুল গলে স্বর্ণ মালা
আর পায়ে দেখি ২ রক্তমুখি রাঙ্গাজবা আলতা,
ঠোটেতে লিপিষ্টিক দিয়ে চলে হেতা হোতা।
কলির ব্যাপার ভারি ২ বলতে নারি লজ্জায় ধরে মাথা,
সকাল সন্ধ্যায় চলেছে দেশে কেবল টকীর কথা।
এ দুঃখ বলব কত ২ অবিরত স্পষ্ট দেখা যায়,
বাংলার পয়সা গেল সব সাধের সিনেমায়।
সিনেমায় চুম্বক আছে ২ নয়কো মিছে শুনুন ভাই যত
যেমন করে টানে লোক চুম্বক লোহার মত।
আমি লিখব যাহা ২ সত্যি তাহা দেখুন চিন্তা করে,
সিনেমার টিকিট কাটে ভাত নাই তার ঘরে।
এখন শাস্ত্র ধর ২ বিচার কর যত বন্ধুগণ,
কুলনারী বাহিরে দেওয়া পতনের কারণ।
তাই শুনুন সকলে ২ দলে দলে করিয়া খেয়াল,
ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলে সবাই হয়েছি মাতাল।

পেটে ভাত জোটেনা ২ কি কারখানা দেশটা হল ছাই
হতচ্ছাড়া টকী আশায় সংসার চলা দায়।
এ বাতাস লাগল দেশে ২ দেশ বিদেশে টকীর ছড়াছড়ি
এই টকীতে যাচ্ছে মোদের সাধের জমিদারী।
মানুষ পাগল হল ২ ফকির হল টকী দেখার ফলে,
খোর কলিতে রং তামাসা হচ্ছে টকীর হলে।
কলি উল্‌টে গেল ২ পুরুষ সাজিল মেয়েরা এখন,
চোষ কাটিং প্যান্ট টিসার্ট পরা মেয়েদের আভরণ।
ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে ২ রাস্তা দিয়ে ঘড়ি হাতে পরে
সাইকেল চড়ে যায় বাই বাই টা টা করে।
এই ষ্টাইল ২ রাস্তা ঘাটে কত দেখা যায়,
ইহা দেখে যুবক ছেলে করে হায়রে হায়।
মেয়েরা চাকরী করে ২ লাইন ধরে অফিসেতে যায়,
পুরুষেরা কোনখানেও চাকরী নাহি পায়।
তারা কলকারখানায় ২ বাবুর বাসায় খেটে খুটে মরে,
মেয়েরা অফিসার ঘুরে ঘুরে দেখা শুনা করে।
কলির এমনি ধারা ২ যখন মেয়েরা দোকানেতে যায়,
দোকানদার বাবু তখন সব জিনিষ দেখায়।
পুরুধ গেলে পরে ২ ব.ল তারে দাঁড়ান একটু ভাই,
মেয়েদের কেনা হলে বলে আপনার কি চাই।
আবার বাস ট্রামেতে ২ পাই দেখিতে ভীড় ঠেলে চলে
লেডিস সীটে বুড়ো বসলে উঠে যেতে বলে।

কাউকে সম্মান দেয়না২কেয়ার করেনা এমনি যুগেরধার
রুপ দেখিয়ে যুবকের মন কেবল পাগল করা।
ছেলে পছন্দ হলে ২ যায় চলে রেজিষ্টারী করে,
মনের মত না হলে পরে যায় তাকে ছেড়ে।
অন্য জায়গায় গিয়ে ২ করে বিয়ে দেখতে কত পাই,
এই সব পাপেতে ঐল দেশটা মোদের ছাই।
এদেশে মেয়ে রাজা ২ পুরুষ প্রজা গিন্নি তাই বলে
আমাদের মন না জোগালে যাব কিন্তু চলে।
টাকা থাকলে পরে ২ আদায় করে গিন্নীরা এখন,
টাকা ছাড়া এই যুগেতে চায়না স্বামীর মন।
এখনকার পুরুগ ২ হয়ে বেহুস গিন্নীর কথায় চলে
আলতা সাবান স্নো পাউডার এনে দিতে বলে।
তাহা না আনিলে ২ যাব চলে ডাইভোর্স করিয়া
অন্যের সঙ্গে ঘর করিবে স্বামীকে ছাড়িয়া।
আমি এই পর্য্যন্ত ২ দিলাম ক্ষান্ত নিবেদন ইতি
নিত্যগোপাল নামটি আমার জানাই হে প্রণতি।
বাড়ী ধনঞ্জয়পুর ২ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছোট একটি গ্রাম
কবিতা প্রচার করা আমার একমাত্র কাম।

কবিতা সমাপ্ত

আপনি কি বেকার? তাহলে কবিতা বিক্রী করে
জীবিকা অর্জ্জন করতে পারেন। আজই সাক্ষাৎ করুন
টাউন প্রেস. ১৪এ, দমদম জংশন, কলিকাতা-৩০

গান সঙ্গম সুর

বুড়ি বলে বুড়োর কাছে নামব আমি সিনেমায়,
বুড়ো বলে বৃদ্ধকালে ছেড়না আমায়।
ও সাধের বুড়ি—তোমায় কিনো দেব চুড়ি,
দেব ডেকরণের শাড়ী মানাবে তোমায়।
তোমার থ্যাবড়া গালে পাউডার লাগালে
উত্তমদা যাবে ভুলে কি হবে উপায়।
বুড়ি আমার টুইস দিতে শ্লিপ কেটে যায়,
সাজলে পরে সুচিত্রা সেনের মত দেখায়।
ওরে রসের বুড়ো টাক ভেঙ্গে করবো গুড়ো,
চালাকী করে তুমি আজ যাবে কোথায়।
লাঠি দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে তোমায় রাখব না বাসায়,
সিনেমাতে নামব আমি গিয়ে কলকাতায়।

গান বাউল সুর

পয়সা নাই যার মরণ ভাল এ সংসারেতে
পয়সা ছাড়া মান্য গণ্য কেউ করে না জগতে।
টাকা পয়সা থাকলে ঘরে গিন্নি কত আদর করে
একটু অভাব হলে পরে ঝাটা তোলে মুখেতে।
এই স্বাধীন যুগের বধু যায়া টাকা পয়সা গহনা ছাড়া
স্বামীর মন চায়না তারা ফুলে থাকে রাগেতে।
তাই এখনকার পুরুষ যারা গিন্নীর মন যোগায় তারা
কি হল এই যুগের ধারা লাজে মরি বলিতে।